কাছেই নরক

কাছেই নরক

কিন্নর রায়

নয়ন পাবলিশার্স : কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ
মাঘ—১৩৭১

প্রকাশক :
অনিমেষ চক্রবর্তী
নয়ন পাবলিশার্স
৫০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
প্রবীর সেন

মুদ্রক :
নিউ প্রেস
১৯/১, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৯

এ উপন্যাসের সময়কাল উনিশশো পঁচাত্তর। তখন সময় অস্থির। পাড়ায় পাড়ায় শ্মশানের শান্তি নেমেছে। চলেছে ব্যাপক ঝাণ্ডাবদল আর 'দাদা'দের রামরাজত্ব। হীরের টুকরো ছেলেরা অশ্বমেধের বলি, নয়তো পলাতক কিংবা জেলবাসী। একেবারে অন্য রাজনীতি থেকে আসা ছেলেরা মুক্তিসূর্যের হাজার বন্দনা গেয়েও গোষ্ঠী কোঁদলে খুন হচ্ছে। জেলে যাচ্ছে। এ সময়কেই ফটোগ্রাফি করার চেষ্টা করেছি। এমারজেন্সী চালু হবার ঠিক আগে উপন্যাস থেমেছে। জেল গরাদের পেছনে বসে একদা বিপ্লবী রাজনীতিতে বিশ্বাসী একটি ছেলের আত্মকথন, আত্মজিজ্ঞাসা, আত্ম-সমীক্ষা, এ উপন্যাসের মূল সুর। তার সঙ্গে বেজেছে জেলজীবনের কিছু নিষ্ঠুর অন্তরঙ্গ দিনলিপি।

এ বই প্রকাশের ব্যাপারে প্রকাশক-বন্ধু অনিমেষ চক্রবর্তী এবং নানাভাবে অনুজপ্রতিম সুকুমার সিংহরায় ও অসীম প্রামাণিক আমাকে ঋণী করেছেন। কৃতজ্ঞতায় বেঁধেছেন।

কিন্নর রায়

এই লেখকের :

আলেকজাণ্ডারের বর্শা

শুধু বাঁশী শুনেছি

অমরনাথ রায়

গায়ত্রী রায়

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

—শ্রীচরণকমলেষু

ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল।

আচমকা ঘুম ভেঙে উঠে বসল অভিজিত।

কতগুলো অদ্ভুত টুকরো টুকরো ঘটনা ফিল্মের মতো সামনে আসছিল। নীল শাড়ী পরা কবিতা। নরম শ্যাম্পু করা চুলের মিষ্টি গন্ধ। কবিতার নরম-গাল, ঠোঁট, একটা মধুর আবেশ, অনুভূতি।

তারপরই পুলিশ।

দৌড় দৌড়। একটা দোতলা বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠছে অভিজিত। প্রাণপনে উঠছে। পেছনে খোলা রিভলবার হাতে পুলিশ অফিসার। অভিজিত আর পালাতে পারছে না। পা আটকে গেছে, যেন বসে জমে গেছে সিঁড়ির সঙ্গে। নিদারুণ একটা ভয়ের স্রোত নামছে শিরদাঁড়া বেয়ে আর তারপরই ঘুম ভেঙে গেল।

প্রতি স্বপ্নেরই নাকি কোন মানে থাকে। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও স্বপ্নটার মাথামুণ্ডু কিস্যু বুঝল না অভিজিত। একটা সিগারেটের তেষ্টা পাচ্ছে। কিন্তু আগুন? কোথায় আগুন! চারদিকে কেমন তরল, গুঁড়ো গুঁড়ো অন্ধকার। এইমাত্র লোডশেডিং হোয়ে গেছে বোধহয়।

—শালা নরক। কে যেন কোণ থেকে বলে উঠল।

নরক! নরক কি অভিজিত জানে না। এখনও ধূ-ধূ মনে পড়ে গাজন মেলায় মা আর দিদির হাত ধরে গিয়ে একটা ছোট্ট পট কিনে এনেছিল অভিজিত। লাল কালো নীল রঙের ধ্যাবড়া ছবি। বড় বড় শিংঅলা কতগুলো আধামানুষ আধাজন্তু একটা মানুষকে ধরে হাত কাটছে, কাউকে গরম তেলের কড়ায় ফেলেছে আবার কাউকে দিচ্ছে কুম্ভীরপাক। বানান করে পড়েছে অভিজিত, নরক।

ছোট ছোট ধ্যাবড়া ছবিগুলোর কোনটার তলায় লেখা ব্রাহ্মণ হত্যার ফল, কোনটায় স্ত্রী হত্যার ফল, আবার কোনটায় ভ্রূণ হত্যার

ফল। ভ্রূণ হত্যার ব্যাপারটা মা'কে জিজ্ঞেস করতেই মা কেমন যেন থমকে গেছল। মায়ের চোখে চোখ রেখে অভিজিত বুঝেছিল এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা আর মাকে ঠিক হবে না। কোথায় চড়কের মেলা আর কোথায় কি—।

বেশ খানিকটা দূরে আগুন জ্বলে উঠল।

আগুন! ধরে যেন প্রাণ এল অভিজিতের। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। চলতে কষ্ট হচ্ছে। চোখের কোণটা দপদপ করছে। কোন রকমে মানুষজনের পাশ কাটিয়ে আগুনের কাছে পৌঁছল।

বিড়ির লালচে আগুনে অভিজিত স্পষ্ট দেখল একটা বীভৎস মুখ। গালের বাঁদিকটা পোড়া। সাপের মতো ঝকঝকে চোখ, শিউরে উঠল।

—আগুনটা লিন দাদা। চুস্কি টানা এখনও বাকি। সম্বিত ফিরে পেল অভিজিত। ভালো মতো সিগারেটের মুখটা জ্বালিয়ে নিল। বিড়ি ফেরত দিয়ে ধন্যবাদ দিল। এটা ওর বরাবরের অভ্যেস। লোকটা বোধহয় একটু হাসল, তারপর জিজ্ঞেস করল, কি কেস?

—সত্যি সত্যি নরক। মুখ থেকে কথাটা অস্ফুটেই যেন বেরিয়ে এল।

—বিড়িটা ফেলিস না মুস্তাফা। চুস্কিটা দিস।

—তুমি এখনও ঘুমোয় নি চাচা?

—ঘুম আর আসে কই পোড়া চোখে!

আলো ঠিক এখনই এল। সারি সারি মানুষ শুয়ে আছে মেঝেতে। যারা একটু পুরোন তাদের কপালে জুটেছে সীট। বড় বড় বাজারে মাছঅলাদের বেদীর মতন একটু কম উঁচু সীমেণ্টের মেঝে। তার ওপর দুটো করে কম্বল পেতে রাজশয্যা। এরই নাম সীট। সত্যি সত্যি নরক গুলজার হোয়ে উঠেছে আমদানী ঘরে।

—টানুন টানুন সিগারেট নিভে যাবে। অভিজিত এবার একটু সচেতন হোয়ে উঠল।

—বললেন না তো দাদা কি কেস।

—১৪৭/১৪৮/১৪৯-৩০৪।

—ওফ বাব্বাঃ মার্ডার। একটা নেপালী চেহারার ছেলে বলে উঠল।

—কবে এ্যারেষ্ট হোয়েছেন দাদা? কোন্ থানায়? মেরেছে খুউব?

চারিদিক থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন একসাথে অভিজিতকে ছেঁকে ধরল। সিগারেটে একটা কষে টান মারল অভিজিত। ধোঁয়া এল না। বোধহয় কাঠের টুকরো ফুকরো কিছু আটকে গেছে।

কেমন একটা অদ্ভুত রাগ এসে ভর করল মাথায়। চোয়াল ব্যথা হয়ে গেছে সিগারেট টেনে টেনে। প্রায় আস্ত সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল অভিজিত।

পায়খানার দোরের কাছে জমা জলের খুব কাছাকাছি মুখ থুবড়ে পড়ল নিভে যাওয়া চারমিনার। ওর আশে পাশে শুয়ে থাকা চার পাঁচটা থাবা ঝাঁপ দিল সিগারেটের ওপর। মস্ত একটা হাঁ করে সেই মুখ পোড়া লোকটা বলল, অতবড় সিগারেটটা ফেলে দিলেন দাদা!

কোন উত্তর নয়। অভিজিত সোজা হাঁটা দিল ওর বিছানার দিকে। হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। পায়ের হাড়-টাড় সব আস্ত আছে কিনা কে জানে? একদম এ দিকের কোণটাতে এসে শুয়ে পড়ল।

নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে অনিকেত আর পরশুরাম। মা বোধহয় ঘুমোয়নি। সারারাত্তির ধরে শুদ্ধু এপাশ আর ওপাশ করে কাটাচ্ছে। বাবা হয়ত ডিউটি কামাই করেছে। আর কবিতা! কে জানে কবিতা খবরটা পেয়েছে কি না। কবিতা হয়ত ভাবছে অভিজিত একটা খুনী, যেমন ভাবছে আর সব্বাই এবং রুদ্রাক্ষর মা।

কিন্তু কবিতা তো জানে অভিজিত গল্প লেখে, যুববাণীতে কবিতা বলে আর অভিজিত তাকে ভালোবাসে।